

## দশম অধ্যায়

### বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

[ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং কাঙ্ক্ষিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অপরিহার্য। বাংলাদেশের কৃষি, শিল্প, সেবাখাতসহ দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুৎ, তেল, গ্যাস ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকার বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়নের জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। বর্তমানে দেশের মোট জনগণের ৭৫ শতাংশ (নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত) মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ১২,১২৬ মেগাওয়াট এ দাঁড়িয়েছে। এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৮,১৭৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভবপর হয়েছে। এছাড়া, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে নীট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছিল ৪৫,৮৩৬.৬০ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে (ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত) দাঁড়িয়েছে মোট ২৪,৩৯৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ারে। পাশাপাশি, বিদ্যুতের সঞ্চালন ও বিতরণ সংক্রান্ত সিস্টেম লস ২০০১-০২ অর্থবছরের ২৭.৯৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে (জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত) দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৩.৫৫ ও ১২.৫১ শতাংশে। এছাড়া, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী সরঞ্জামাদিসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অপরদিকে, প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় ৭৪ শতাংশ পূরণ করছে। মোট আবিস্কৃত ২৬টি গ্যাস ক্ষেত্রে ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত প্রকৃত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৩.৪৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য নীট মজুদের পরিমাণ ১৩.৬৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১০.৯১ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকল্পে ইস্টার্ন রিফাইনারির একটি নতুন ইউনিট স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। নতুন ইউনিটসহ যার উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়াবে প্রায় ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন। তবে দেশের মোট চাহিদার বিপরীতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সুবিধা প্রাপ্তি এখনও পর্যাপ্ত নয়। এ প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতও পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি), রেন্টাল পাওয়ার প্রডিউসার (আরপিপি) ও ইনডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট (আইপিপি) এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকারের মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী ২০২১ ও ২০৩০ সালে বিদ্যুতের চাহিদা বিবেচনায় রেখে তা পূরণের জন্য স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ২০২১ সালে ২৪,০০০ ও ২০৩০ সালে ৩৯ মেগাওয়াট এ উন্নীত করতে হবে। গ্যাস চাহিদার কথা বিবেচনা করে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় গ্যাসের উৎপাদন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চলমান এবং গৃহীত পরিকল্পনার সফল সমাপনান্তে দৈনিক গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা ৪.৮ মিলিয়ন ঘনফুটে দাঁড়াবে বলে আশা করা যায়। প্রাকৃতিক গ্যাস ও জ্বালানি তেলসহ অন্যান্য খনিজ সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এবং দেশের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে জ্বালানি উৎসের বহুমুখীকরণ (fuel diversification) বিশেষ করে প্রাকৃতিক গ্যাসসহ জ্বালানির দক্ষ ও সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।]

### বিদ্যুৎ খাত

বিদ্যুৎ অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি ও উন্নয়নের পূর্বশর্ত। বর্তমানে দেশের মোট জনগণের ৭৫ শতাংশ (নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। বিদ্যুৎ খাতে তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করার ফলে বর্তমানে বিদ্যুতের স্থাপিত ক্ষমতা দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ক্যাপটিভসহ ১৪ হাজার ৩২২ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ৩৭১ কিলোওয়াট আওয়ার যা বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় কম। বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর ফলে বর্তমানে বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ৩,৭২,১৫৬ কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে এবং গ্রাহক সংখ্যা ২,০৪,৯১,৩২৫ জন হয়েছে। তন্মধ্যে বাণিজ্যিক গ্রাহক সংখ্যা ১৬,৯৮,৬১৯ জন। সার্বক্ষণিক মনিটরিং ও মূল্যায়নের ফলে বিদ্যুৎখাতের পারফরমেন্স উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে সিস্টেম লস ১৩.৫৫ শতাংশে নেমে এসেছে যা ২০০১-০২ সালে ২৭.৯৭ শতাংশ ছিল। আগামী ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল জনসাধারণকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন এবং সংস্কার ও পুনর্গঠনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে সারাদেশে প্রায় ২৪,০০০

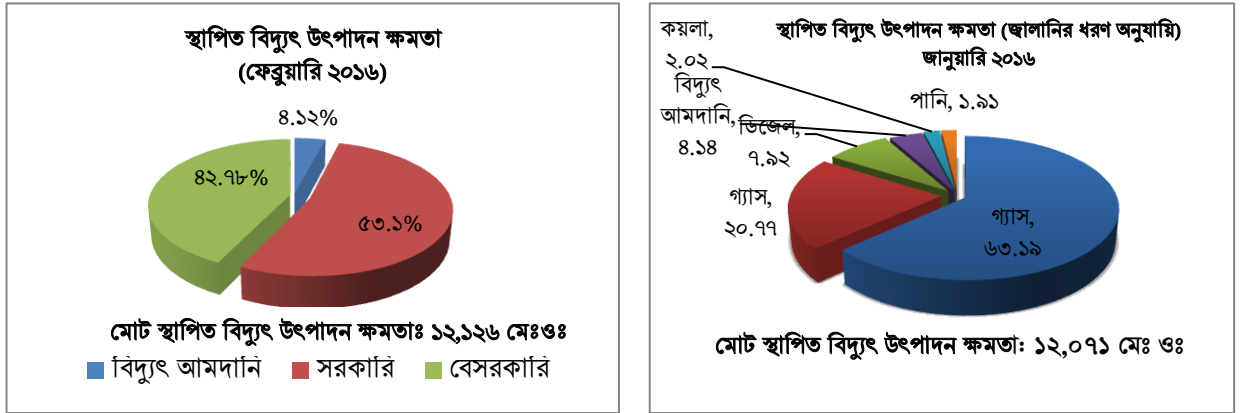
মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ২০৩১ সালে ৪০,০০০ মেগাওয়াট ও ২০৪১ সালে ৬০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে।

## ক. বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা

### বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে দেশে সরকারি খাতে ৬,০২২ মেগাওয়াট এবং বেসরকারি খাতে ৫,০১২ মেগাওয়াটসহ মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১১,৫৩৪ মেগাওয়াট। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে (ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত) এ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে সরকারি খাতে ৬,৪৪০ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৫,১৮৬ মেগাওয়াট এবং ভারত হতে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানিসহ মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ১২,১২৬ মেগাওয়াট এ দাঁড়িয়েছে। অদ্যাবধি (১৩ আগস্ট, ২০১৫) সর্বোচ্চ ৮,১৭৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত) মালিকানার ও জ্বালানির ধরণ ভিত্তিতে স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা লেখচিত্র ১০.১ -এর মাধ্যমে দেখানো হলোঃ

লেখচিত্র ১০.১ স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা

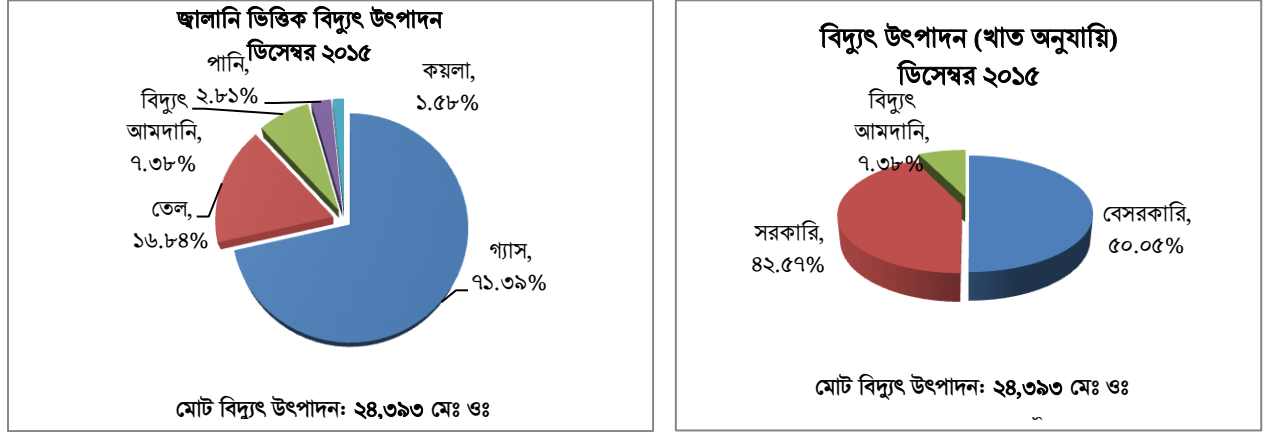


উৎসঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি), বিদ্যুৎ বিভাগ।

### বিদ্যুৎ উৎপাদন

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৪৫,৮৩৬.৬০ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার নীট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় যা ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের তুলনায় প্রায় ৯.০ শতাংশ বেশি। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে (ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত) সরকারি খাতে ১০,৩৮৪.৪৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার এবং বেসরকারি খাতে (আইপিপি, এসআইপিপি, রেন্টাল, আরইবি এবং বিদ্যুৎ আমদানি সহ) ১৪,০০৮.৭৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন অর্থাৎ মোট ২৪,৩৯৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার নীট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। মোট নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৪২.৫৭ শতাংশ সরকারি খাতে, ৫০.০৫ শতাংশ বেসরকারি খাতে এবং ৭.৩৮ শতাংশ বিদ্যুৎ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত হতে আমদানি করা হয়েছে। অপরপক্ষে মোট নীট উৎপাদনের ৭১.৩৯ শতাংশ গ্যাস ভিত্তিক, ২.৮১ শতাংশ পানিভিত্তিক, ১.৫৮ শতাংশ কয়লাভিত্তিক, ৭.৩৮ শতাংশ আমদানিকৃত বিদ্যুৎ এবং ১৬.৮৪ শতাংশ তেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। আশা করা যায়, পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্তমান অর্থ বছরের শেষে এ উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাবে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে (ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত) সরকারি-বেসরকারি খাতে ও জ্বালানির ভিত্তিতে নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন নিম্নের লেখচিত্রে দেখানো হলোঃ

## লেখচিত্র ১০.২ বিদ্যুৎ উৎপাদন



উৎসঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি), বিদ্যুৎ বিভাগ।

### সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন

স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলেও অনেক দিনের পুরাতন মেশিনের ক্ষমতা হ্রাস, বিতরণ ও সঞ্চালন লাইনের সীমাবদ্ধতা এবং গ্যাস সরবরাহে ঘাটতির জন্য গত কয়েক বছরে দেশের প্রকৃত বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়নি। তাই বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে সর্বোচ্চ ২,০৮৭ মেগাওয়াট থেকে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সর্বোচ্চ ৮,১৭৭ মেগাওয়াটে উন্নীত হলেও বিদ্যুতের চাহিদা সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা সম্ভব হয়নি। বিগত কয়েক বছরের স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ও সর্বোচ্চ উৎপাদন সারণি ১০.১ -এ দেখানো হলোঃ

### সারণি ১০.১ স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা এবং সর্বোচ্চ উৎপাদন

অর্থবছর	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	সর্বোচ্চ উৎপাদন (মেগাওয়াট)
১৯৯৫-৯৬	২৯০৮	২০৮৭
১৯৯৬-৯৭	২৯০৮	২১১৪
১৯৯৭-৯৮	৩০৯১	২১৩৬
১৯৯৮-৯৯	৩৬০৩	২৪৪৯
১৯৯৯-০০	৩৭১১	২৬৬৫
২০০০-০১	৪০০৫	৩০৩৩
২০০১-০২	৪২৩০	৩২১৮
২০০২-০৩	৪৬৮০	৩৪২৮
২০০৩-০৪	৪৬৮০	৩৫৯২
২০০৪-০৫	৪৯৯৫	৩৭২১
২০০৫-০৬	৫২৪৫	৩৭৮২
২০০৬-০৭	৫২০২	৩৭১৮
২০০৭-০৮	৫২০১	৪১৩০
২০০৮-০৯	৫৭১৯	৪১৬২
২০০৯-১০	৫৮২৩	৪৬০৬
২০১০-১১	৭২৬৪	৪৮৯০
২০১১-১২	৮৭১৬	৬০৬৬
২০১২-১৩	৯১৫১	৬৪৩৪
২০১৩-১৪	১০,৪১৬	৭৩৫৬
২০১৪-১৫	১১,৫৩৪	৭৮১৭
২০১৫-১৬*	১২,০৭১	৮১৭৭

উৎসঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি), বিদ্যুৎ বিভাগ। \* জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত।

## বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার

১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড নিজস্ব বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে মোট ১,০৬,৫৯৩ মিলিয়ন ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করেছে যা ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৮০,৭৬৫ মিলিয়ন ঘনফুট এ দাঁড়িয়েছে। ব্যবহৃত প্রাকৃতিক গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানির ব্যবহার সারণি ১০.২ -এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১০.২ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড-এর বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রাকৃতিক গ্যাস ও জ্বালানির ব্যবহার

অর্থবছর	প্রাকৃতিক গ্যাস (মিলিয়ন ঘনফুট)	কয়লা (১০০০ টন)	তরল জ্বালানি (মিলিয়ন লিটার)	
			ফার্নেস অয়েল	এইচএসডি, এসকেও এবং এলডিও
১৯৯৫-৯৬	১,০৬,৫৯৩	-	৭৬	২০০
১৯৯৬-৯৭	১,০৭,২৪০	-	১২৪	৩০৪
১৯৯৭-৯৮	১,২০,৩৭৬	-	১০৮	৩২০
১৯৯৮-৯৯	১,৩৬,৮০২	-	৫৩	২৪৫
১৯৯৯-০০	১,৪১,৩৩০	-	১৩৭	১১০
২০০০-০১	১,৫১,৩১২	-	১১৪	৯২
২০০১-০২	১,৫১,৫৭৭	-	১০২	৬৬
২০০২-০৩	১,৩১,১৮০	-	১৫৪	৭৪
২০০৩-০৪	১,৩৪,৪৮২	-	২০৯	১১৪
২০০৪-০৫	১,৪২,৩২১	-	২৩০	১২৪
২০০৫-০৬	১,৫৩,৯২০	১৯০	২০৫	১৫০
২০০৬-০৭	১,৪৬,২৬২	৫১০	১১২	১১৯
২০০৭-০৮	১,৫০,৯৯২	৪৫০	১৩৭	১১২
২০০৮-০৯	১,৬১,০০৮	৪৭০	৯০	১১৩
২০০৯-১০	১,৬৬,৫৫৭	৪৮০	৯১	১২৫
২০১০-১১	১,৫০,০৩১	৪১০	১১৯	১৩৮
২০১১-১২	১,৫১,০৪৮	৪৪৯	১৮২	৬০
২০১২-১৩	১৭৫,৯৪৫	৫৯০	২৬৬	৩৫
২০১৩-১৪	১৮৩,৫২২	৫৩৯	৪২৪	১৭৫
২০১৪-১৫	১,৮০,৭৬৫	৫২২	৩৭৮	২৯১
২০১৫-১৬*	১,০০,৯৯১	২২৩	২১১	৯২

উৎসঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি), বিদ্যুৎ বিভাগ। \* ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত।

## ভবিষ্যৎ বিদ্যুৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা

সরকার বিদ্যুৎ খাতের সার্বিক উন্নয়নে সংস্কারের পাশাপাশি পাওয়ার সিস্টেম এর মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এ মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী ২০২১ ও ২০৩০ সালে ডিম্যান্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট বিবেচনায় বিদ্যুতের চাহিদা হবে যথাক্রমে ১৯,০০০ মেগাওয়াট ও ৩৪,০০০ মেগাওয়াট। এ চাহিদা পূরণের জন্য স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ২০২১ সালে ২৪,০০০ ও ২০৩০ সালে ৩৯,০০০ মেগাওয়াট এ উন্নীত করতে হবে। উক্ত চাহিদা পূরণের জন্য সরকারের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ ও সঞ্চালন লাইন বৃদ্ধির প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপে রয়েছে। পরিকল্পনা অনুসারে আগামী ২০২১ সাল পর্যন্ত সঞ্চালন ও বিতরণ লাইনের পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ১২,০০০ সার্কিট কিঃমিঃ ও ৪৭৮,০০০ সার্কিট কিঃ মিঃ এবং ২০১৬ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৮,৪৬৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হবে বলে আশা করা যায়।

## নির্মাণাধীন প্রকল্প

সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে অনেকগুলো প্রকল্প নির্মাণাধীন আছে। বর্তমানে সরকারি খাতে মোট ৪,০৮৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৪টি এবং বেসরকারি খাতে মোট ২,০১০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৩টি সহ সর্বমোট ৬,০৯৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২৭টি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে। এ সকল বিদ্যুৎকেন্দ্র ২০১৬ হতে ২০১৮ সালের মধ্যে উৎপাদনে যাবে বলে আশা করা যায়।

### নির্মাণাধীন প্রকল্পগুলোর মধ্যে সরকারি খাতে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহঃ

- আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ (দক্ষিণ) সিসিপিপি;
- সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ সিসিপিপি;
- বিবিয়ানা ৪০০ মেঃওঃ সিসিপিপি (৩য় ইউনিট);
- শাহজীবাজার ৩৩০ মেঃওঃ সিসিপিপি;
- সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি;
- শিকলবাহা ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (ডুয়েল ফুয়েল);
- আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (উত্তর);
- ভেড়ামারা ৩৬০ মেঃওঃ সিসিপিপি;
- ঘোড়াশাল ৩৬৫ মেঃওঃ সিসিপিপি;
- বড়পুকুরিয়া ২৭৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ইউনিট);
- এবং বিবিয়ানা দক্ষিণ ৩৮৩ মেঃওঃ সিসিপিপি।

### বেসরকারি খাতে নির্মাণাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহঃ

- মাওয়া-মুল্লিগঞ্জ ৫২২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প;
- খুলনা ৫৬৫ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প;
- এবং আশুগঞ্জ ১৯৫ মেঃওঃ মডুলার বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প।

## খ. বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা

### পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি)

বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা আলাদা করার জন্য ১৯৯৬ সালে পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) গঠন করা হয়েছে। বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সারাদেশে ৪০০ কেভি ২৩০ কেভি ও ১৩২ কেভি লাইনের মাধ্যমে সঞ্চালন করা হয়। পিজিসিবি গঠিত হবার সময় দেশে ২৩০ কেভি ও ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য ছিল যথাক্রমে ৮৩৮ সার্কিট কিঃমিঃ ও ৪,৭৫৫ সার্কিট কিঃমিঃ। সঞ্চালন ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে ২০০২-০৩ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত পিজিসিবি সমাপ্ত ও বর্তমানে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২২০.৭০ সার্কিট কিঃ মিঃ দৈর্ঘ্যের ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন, ৩,১৭১.৪৫ সার্কিট কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন, ৬,৩৯৬.৮৩ সার্কিট কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন, ৫০০ মেঃওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি HVDC গ্রীড উপকেন্দ্র, ৫২০ এমভিএ ক্ষমতার ১টি ৪০০/২৩০ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র, ৯৩৭৫ এমভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন ১৯টি ২৩০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্র, ১২,৪২০ এমভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন ৯০ টি ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র, ৮ টি উপকেন্দ্রে ১৩২ কেভি বাসে ৪৫০ মেগাভার ক্যাপাসিটর ব্যাংক এবং ৪৬ টি উপকেন্দ্রে ৩৩ কেভি বাসে ১,৩৪০ মেগাভার ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপন করেছে। বর্তমানে দেশে মোট সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ৯,৭৮৯ সার্কিট কিলোমিটার, ১৩৮টি গ্রীড উপ-কেন্দ্রের ক্ষমতা ২৬,২২৬ এমভিএ ও ১টি HVDC গ্রীড উপকেন্দ্রের ক্ষমতা ৫০০ মেঃওঃ। সারণি ১.০৪ এ বছরভিত্তিক পিজিসিবি কর্তৃক বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার অবকাঠামো উন্নয়ন দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.৩: পিজিসিবি কর্তৃক বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার অবকাঠামো উন্নয়ন

অর্থবছর	৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন (সার্কিট কিমিঃ)	২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন (সার্কিট কিমিঃ)	১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন (সার্কিট কিমিঃ)	৪০০/২৩০ কেভি উপকেন্দ্র		২৩০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্র		১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র	
				সংখ্যা	ক্ষমতা (মেঃ ওঃ)	সংখ্যা	ক্ষমতা (এমভিএ)	সংখ্যা	ক্ষমতা (এমভিএ)
২০০২-০৩	-	১৩৬৫	৪৯৬১	-	-	৭	৩,১৫০	৬৩	৫,৫০৭
২০০৩-০৪	-	১৪৬৫	৪৯৬১	-	-	৭	৩,১৫০	৬৩	৫,৮১৯
২০০৪-০৫	-	১৪৬৬	৫২৫৫	-	-	৯	৩,৮২৫	৬৩	৬,১৬৫
২০০৫-০৬	-	১৪৬৬	৫৩৪০	-	-	৯	৪,৫০০	৬৫	৬,৫৭২
২০০৬-০৭	-	১৪৬৬	৫৫২৯.৬	-	-	১০	৫,১৭৫	৭০	৭,২১৯
২০০৭-০৮	-	২৩১৪.৫	৫৫৩৩.৬	-	-	১২	৫,৮৫০	৭১	৭,৫২৬
২০০৮-০৯	-	২৬৪৪.৫	৫৬০৭.৬	-	-	১৩	৬,০৭৫	৭১	৭,৩৯৯
২০০৯-১০	-	২৬৪৭.৩	৫৬৭০.৩	-	-	১৩	৬,৩০০	৭৫	৭,৮৪৪
২০১০-১১	-	২৬৪৭.৩	৬০১৮	-	-	১৩	৬,৬৭৫	৮১	৮,৪৩৭
২০১১-১২	-	২৬৪৭.৩	৬০৮০	-	-	১৩	৬,৬৭৫	৮৩	৮,৭৩৭
২০১২-১৩	-	৩০২০.৭৭	৬০৮০	-	-	১৫	৬,৯৭৫	৮৪	৯,৭০৫
২০১৩-১৪	১৬৪.৭০	৩০৪৪.৭০	৬১২০	০১	৫০০	১৮	৮,৭৭৫	৮৬	১০,৭১৪
২০১৪-১৫	১৬৪.৭০	৩,১৭১.৪৫	৬,৩৫৮.৮৩**	০১	৫০০	০১	৫২০	১৯	৯,০৭৫
২০১৫-১৬**	২২০.৭০	৩,১৭১.৪৫	৬,৩৯৬.৮৩**	০১	৫০০	০১	৫২০	১৯	৯,৩৭৫

উৎসঃ পিজিসিবি, বিদ্যুৎ বিভাগ। \* ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত। \*\*ডিপিডিসি'র ৮৫.২ সার্কিট কিমিঃ সহ

বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে পিজিসিবি বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ২৩ টি প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে ১৩ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। এর মধ্যে ৮ টি প্রকল্প এডিপিভুক্ত ও ৫ টি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

গ. বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা

বর্তমানে বিদ্যুৎ বিতরণ খাতে পাঁচটি বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি দায়িত্ব পালন করছে।

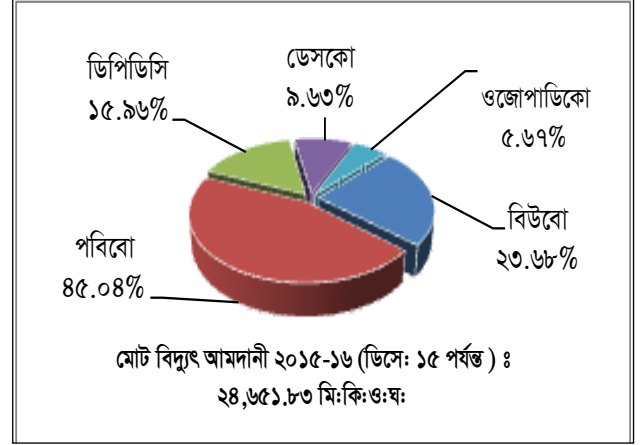
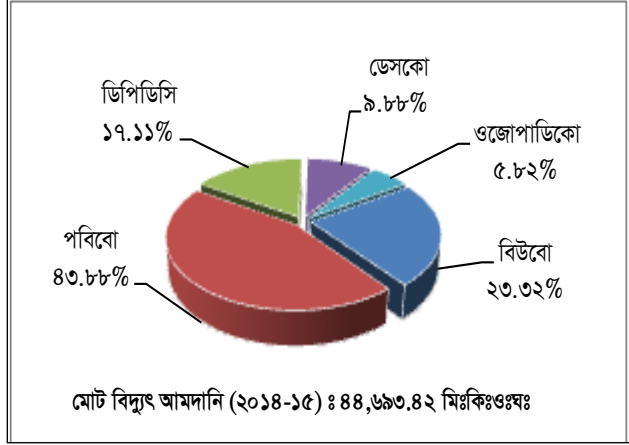
- (১) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি);
- (২) বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি);
- (৩) ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ডিপিডিসি);
- (৪) ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (ডেসকো);
- (৫) ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাবিকো)।

বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রমের আওতায় সরকারি খাতে বর্ণিত তিনটি কোম্পানি গঠন করা হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দক্ষতা বৃদ্ধিসহ বাণিজ্যিক পরিবেশ তৈরি, স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনা ও সর্বোপরি রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী সকলের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া। নিবিড় মনিটরিং এর কারণে বিতরণ সংস্থাগুলো ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের অধিকতর উন্নয়ন, গ্রাহক সেবা বৃদ্ধি, সিস্টেম লস হ্রাস এবং বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

## বিদ্যুৎ আমদানি

বিদ্যুৎ খাতের ৫টি বিতরণী সংস্থা/কোম্পানি ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ (ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত) যথাক্রমে মোট ৪৪,৬৯৩.৪২ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার ও ২৪,৬৫১.৮৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ ৩৩ কেভি লেভেলে আমদানি করেছে যা লেখচিত্র ১০.৩ এ দেখানো হলোঃ

লেখচিত্রঃ ১০.৩ বিদ্যুৎ আমদানি ও সংস্থাভিত্তিক বিতরণ



উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ।

## বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সুষ্ঠুভাবে বিতরণের লক্ষ্যে ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিতরণ সংস্থাসমূহ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ হচ্ছেঃ

- ১০- শহর বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প;
- সেন্ট্রাল জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন প্রজেক্ট;
- সোলার স্ট্রীট লাইটিং প্রোগ্রাম ইন সিটি কর্পোরেশন প্রকল্প;
- ১.৮ মিলিয়ন নতুন সংযোগ প্রকল্প;
- পল্লী বিদ্যুতায়ন বর্ধিতকরণ প্রকল্প (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল অঞ্চল) এবং
- ২১ জেলা বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প প্রভৃতি।

## সিস্টেম লস

বিদ্যুৎ খাতে সংস্কার কর্মসূচির আওতায় বিদ্যুৎ অপচয় এবং সিস্টেম লস কমানোর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সিস্টেম লস বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহের দক্ষতা মূল্যায়নের একটি প্রধান সূচক। বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি/সংস্থাসমূহের দক্ষতা তদারকির মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে। ২০০১-০২ থেকে ২০১৫-১৬ (জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত) বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান সারণি ১০.৪ এ দেখানো হলোঃ

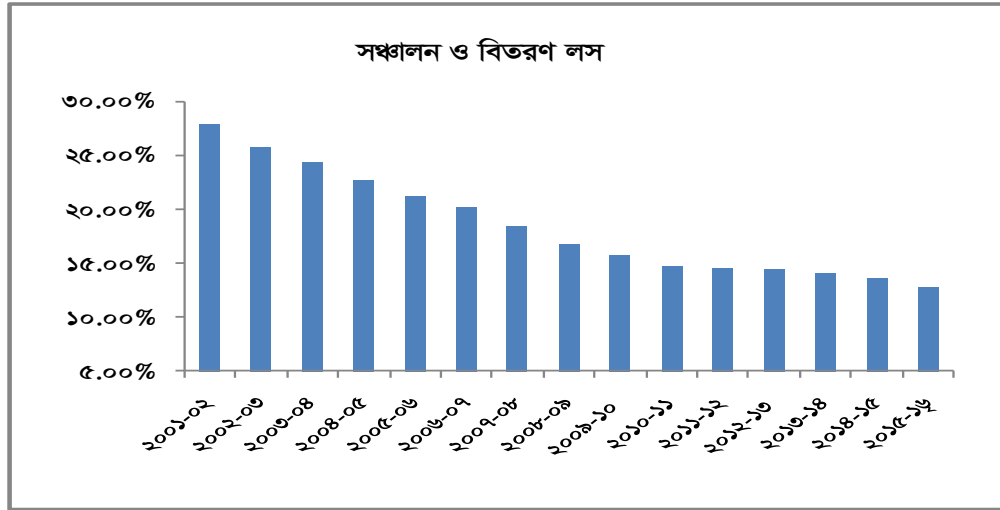
সারণি ১০.৪: বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান

অর্থবছর	বিতরণ লস (%)	সঞ্চালন ও বিতরণ লস (মোট লস %)
২০০১-০২	২৩.৯২	২৭.৯৭
২০০২-০৩	২১.৬৪	২৫.৬৯
২০০৩-০৪	২০.০৪	২৪.৪৯
২০০৪-০৫	১৭.৮৩	২২.৭৯
২০০৫-০৬	১৬.৫৩	২১.২৫
২০০৬-০৭	১৬.২৬	২০.২৫
২০০৭-০৮	১৫.৫৬	১৮.৪৫
২০০৮-০৯	১৪.৩৩	১৬.৮৫
২০০৯-১০	১৩.৪৯	১৫.৭৩
২০১০-১১	১২.৭৫	১৪.৭৩
২০১১-১২	১২.২৬	১৪.৬১
২০১২-১৩	১২.০৩	১৪.৩৬
২০১৩-১৪	১১.৯৬	১৪.১৩
২০১৪-১৫	১১.৩৬	১৩.৫৫
২০১৫-১৬*	১০.৪৯	১২.৫১

উৎসঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি), বিদ্যুৎ বিভাগ। \* জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত।

২০০১-০২ থেকে ২০১৪-১৫ (ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত) বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান লেখচিত্র ১০.৪ -এ মাধ্যমে দেখানো হলোঃ

লেখচিত্র ১০.৪: বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান



\* জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত

পাওয়ার সিস্টেম ইন্টারফেস মিটার স্থাপন কার্যক্রম

দেশের সকল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে এবং বৃহত্তর ঢাকা বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার মধ্যে এনার্জির ইনফ্লো-আউটফ্লো এর হিসাব নিকাশে আরো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে ৪১০টি গ্রীড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত মিটারসমূহ এনার্জি অডিটিং কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এবং সিস্টেম লস হ্রাসকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

## প্রি-পেইড মিটার স্থাপন কার্যক্রম

বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ সহজীকরণসহ বিদ্যুৎ বিল আদায় শতভাগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ দেশব্যাপী প্রি-পেইড মিটারিং পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে পাঁচটি বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক এ যাবৎ দেশে ৯৭,৮৯৩ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড পাইলট প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, সিলেট এবং ইউনিফাইড প্রকল্পের আওতায় এ যাবৎ ৫৫,৮৫৫ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করেছে। ডেসকো বুয়েটের সহায়তায় উত্তরা এলাকায় পাইলট প্রকল্প এবং ইউনিফাইড প্রকল্পের আওতায় এ যাবৎ ২৩,৪০৬ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করেছে। ডিপিডিসি ঢাকার আজিমপুর এলাকায় এবং ইউনিফাইড প্রকল্পের আওতায় ১৪,৬৩৭ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করেছে। বিআরইবি এবং ওজোপাড়িকো ইউনিফাইড প্রকল্পের আওতায় যথাক্রমে ২,২৩৯ এবং ১,৭৫৬ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করেছে। সারণি ১০.৫ -এ সংস্থা ভিত্তিক এযাবৎ স্থাপিত প্রি-পেইড মিটারের চিত্র দেখানো হলোঃ

### সারণি ১০.৫ সংস্থা ভিত্তিক স্থাপিত প্রি-পেইড মিটার

ক্রমিক নং	সংস্থা	সিঙ্গেল ফেইজ	ট্রী ফেইজ	মোট
১.	বিউবো	৫৩,৮০৫	২,০৫০	৫৫,৮৫৫
২.	বিআরইবি	২,১৮০	৫৯	২,২৩৯
৩.	ডিপিডিসি	১৪,১৬৮	৪৬৯	১৪,৬৩৭
৪.	ডেসকো	২২,২৫৭	১,১৪৯	২৩,৪০৬
৫.	ওজোপাড়িকো	১,৭৪৩	১৩	১,৭৫৬
মোট:		৯৪,১৫৩	৩,৭৪০	৯৭,৮৯৩

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ

পাঁচটি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা কর্তৃক ১৩টি প্রকল্পের আওতায় ১১,৩৯,১৯৯ প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দেশব্যাপী পর্যায়ক্রমে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আটটি প্রকল্প প্রণয়ন/অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ আটটি প্রকল্পের আওতায় আগামী ৩-৫ বছরে প্রায় ১,২১,২১,৮৫০ প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

## ঘ. বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি)

পল্লী উন্নয়ন তথা দেশের উন্নতি ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে বিদ্যুতের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ১৯৭৭ সালে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড একটি অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ১০ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড আইন পাশ হয়েছে।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি) কর্তৃক ৭৭টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত ৫৫,৮৩০টি গ্রামে ২,৭৮,৪২৫ কিঃমিঃ বিতরণ লাইন বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে ১,২২,২৩,০০২টি আবাসিক, ২,০০,৯০৫টি সেচ, ১০,৩৮,৪০৩টি বাণিজ্যিক, ১,৫২,১৭৫টি শিল্প, ১,৯৩,১২৭টি দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও ২৯,৫৫১টি অন্যান্য সংযোগসহ সর্বমোট ১,৩৮,৩৭,১৬৩টি সংযোগ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছর হতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে লাইন নির্মাণ ও গ্রাহক সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা ও সাফল্য চিত্র সারণি ১০.৬ এ প্রদান করা হলোঃ

**সারণি ১০.৬ ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি**

অর্থবছর	বিতরণ লাইন (কিঃমিঃ)		গ্রাহক সংযোগের সংখ্যা	
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
২০০৫-০৬	১৪৫০০	১৫০৯১	৭৫০০০০	৭৪১০৯৫
২০০৬-০৭	৫৪৭৬	৪৭৬৪	৬৫০০০	৪৫৩৪২৬
২০০৭-০৮	৫০৪২	৩০৮৯	২৪৫০০০	২২৬২৫২
২০০৮-০৯	৬১১৬	৫০৬২	৩৬৮২৭৫	৪০৫৯৯০
২০০৯-১০	২৮৫২	২৭১৩	-	৪৬৮৫৬৩
২০১০-১১	২০৯৫	৩০২৮	-	২৫৯৫৪৮
২০১১-১২	৭৭০০	১০০৪৯	-	৭১৩৭১৩
২০১২-১৩	১০২২২	১০২৭৯	-	১৪২৮৯৯
২০১৩-১৪	১৬৯৭১	১৭৫৪৪	-	৭৫৮৯৩২
২০১৪-১৫	১৮৭৫০	১৮৬৯৮	-	১৭৩৯০৬৪
২০১৫-১৬*	৩০৯৯৮	১১৮১৫	৩৬,০০,০০০	১৮৪৮৯৪০

উৎসঃ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি), বিদ্যুৎ বিভাগ। \* ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত।

**বিআরইবি'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প**

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় বর্তমানে ১২টি প্রকল্প চলমান রয়েছে যার বিপরীতে চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ প্রায় ৪৭৭৬ কোটি টাকা। পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ এবং বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত চলমান ১২টি প্রকল্পের মধ্যে ২টি বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, ১টি সুইচিং স্টেশন স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প, ১টি প্রি-পেমেণ্ট মিটার স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প, ১টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প এবং ৭টি বিতরণ লাইন সম্প্রসারণ প্রকল্প ও গ্রাহক সংযোগ সংক্রান্ত প্রকল্প। চলমান প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে বিতরণ লাইন সম্প্রসারণ প্রকল্পে সম্ভাব্য ব্যয় হবে প্রায় ২০,৫৪৫ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৩০,৯৯৮ কিঃমিঃ লাইন নির্মাণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ১০,৬২৫ কিঃমিঃ নতুন লাইন নির্মাণ/ নবায়ন করা হয়েছে এবং ১৫২টি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ/ক্ষমতাবর্ধনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৪০টি উপকেন্দ্র নির্মাণ/ ক্ষমতা বর্ধনের কাজ সম্পাদিত হয়েছে, যার মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির মোট ৪০ লক্ষ ৮০ হাজার নতুন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান এবং ৭ লক্ষ প্রি-পেমেণ্ট মিটার স্থাপনের পরিকল্পনা আছে।

**বিআরইবি'র বিদ্যুৎ উৎপাদন**

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এবং ১৩টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির অর্থায়নে রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লি: (আরপিসিএল) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ময়মনসিংহ জেলার শল্লুগঞ্জ ২১০ মে:ও: (কম্বাইন্ড সাইকেল), গাজীপুর জেলার কড্ডায় ৫২ মে:ও: এবং চট্টগ্রাম জেলার রাউজানে ২৫ মে:ও: অর্থাৎ সর্বমোট ২৮৭ মে:ও: বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন বিপিডিবি-আরপিসিএল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি:-এর গাজীপুর জেলার কড্ডায় ১৫০ মে:ও: ক্ষমতাসম্পন্ন ডুয়েল ফুয়েল পাওয়ার প্লান্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা হতে নিয়মিত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। এছাড়া, আরপিসিএল-এর উদ্যোগে মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়ায় ৩৫০ মে:ও: (২১০%) ক্ষমতাসম্পন্ন এবং পটুয়াখালী/ চট্টগ্রাম জেলায় ২X৬৬০ মে:ও: ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

## ৩. সাসটেইনেবল এনার্জি

### নবায়নযোগ্য জ্বালানি

বাংলাদেশের প্রাথমিক জ্বালানি সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে এবং সরকারের দীর্ঘ মেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তার ম্যান্ডেট বাস্তবায়নে জ্বালানি নিরাপত্তা এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বিকল্প জ্বালানি উৎসের পূর্ণ সম্ভাবনা অনুসন্ধান এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতার উপর যথাযথ গুরুত্বারোপ, জ্বালানি সংরক্ষণের সকল দিক এবং দেশে টেকসই নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়ন সহজতর, নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নত করতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) আইন পাস করে। পরবর্তীতে ১৪ মে, ২০১৪ তারিখে স্রেডা আইন কার্যকর হয় এবং ২২ মে ২০১৪ তারিখে স্রেডা এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। স্রেডা আইন মোতাবেক সরকারি এবং বেসরকারি খাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী ও সংরক্ষণমূলক কর্মকান্ড সম্প্রসারণ ও সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে স্রেডা গঠন করে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতা সংক্রান্ত বিষয়গুলো তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন সংস্থায় ইতোমধ্যে স্রেডার সাথে সমন্বয়কারী সেল হিসেবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি/সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট উইং খোলা হয়েছে। স্রেডা আইন, ২০১২ মোতাবেক স্রেডার উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব হচ্ছে নিম্নরূপঃ

- সরকারের নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতা সম্পর্কিত বিষয়গুলো সমন্বয় করা;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তি এবং জ্বালানি দক্ষ পণ্য ও সরঞ্জাম প্রমিতকরণ;
- নতুন নতুন প্রযুক্তি পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা এবং এর সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্প্রসারণ ও জ্বালানি সাশ্রয়ী কর্মকান্ডে বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করা;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতার উপর গবেষণা এবং উন্নয়ন করা;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতা উপর সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং এ বিষয়ক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি দক্ষতা সংশ্লিষ্ট নতুন প্রযুক্তি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিনিয়োগকারীদের অবহিতকরণ;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতা সম্প্রসারণে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

### লক্ষ্যসমূহ

- ২০২০ সালের মধ্যে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ১০ শতাংশ (মেগাওয়াট ২০০০) নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস হতে উৎপাদন।
- জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ কর্মকান্ডের মাধ্যমে ২০২০ সালের মধ্যে ১৫ শতাংশ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ জ্বালানি সাশ্রয়।

### সাম্প্রতিক অর্জন

- টেকসই জ্বালানি উন্নয়নের লক্ষ্যে খসড়া "Energy Efficiency and Conservation Master Plan up to 2030" প্রস্তুত করা হয়েছে;
- টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার জন্য SREP (Scaling-up Renewable Energy Project) ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান প্রস্তুত করা হয়েছে;
- সোলার পার্ক ও সোলার রুফটপ সিস্টেমের জন্য বেঞ্চমার্ক ট্যারিফ প্রণয়ন করা হয়েছে;
- সরকারি/বেসরকারি অফিস ভবন, শিল্প ও বাণিজ্যিক ভবন এবং স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাদে সোলার রুফটপ স্থাপনের বানিজ্যিক মডেল প্রণয়ন করা হয়েছে;

- ২০১৫-২০৩০ সাল পর্যন্ত নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বছর ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে;
- ধোঁয়ামুক্ত ও পরিবেশবান্ধব চুলার ব্যবহার সম্প্রসারণে Country Cook Stove Programme প্রণয়ন করা হয়েছে;
- জ্বালানি দক্ষ, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত উন্নত প্রযুক্তির চালকল সম্প্রসারণে এয়াবং প্রায় ৬৮ টি Improved Rice Perboiling System স্থাপন করা হয়েছে;
- বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশে ইতোমধ্যে ৪১১ মেঃ ওঃ ক্ষমতার নবায়নযোগ্য জ্বালানি স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে;
- ৪৪ লক্ষ Solar Home System (SHS), ৩৮,০০০ টি ক্ষুদ্র বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, ৫ মেগা ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন, ৩২ টি বৃহৎ বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, ৩৬৬ টি সৌর সেচপাম্প স্থাপন, ৭ টি মিনি গ্রিড স্থাপন করা হয়েছে।

#### উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা

বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশসমূহ ছাড়াও SAARC, BIMSTEC, SASEC এবং D-8 ইত্যাদি আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ফোরামের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ভারত ছাড়াও নেপাল, ভুটান এবং মায়ানমারের সাথে দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। নেপালের সাথে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। মায়ানমারের সাথে বিদ্যুৎ খাতের যৌথ সহযোগিতার জন্য একটি সমঝোতাস্মারক স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন আছে। ভুটানের সাথে যৌথ সহযোগিতার লক্ষ্যে আলাপ আলোচনা চলছে। সার্কের মাধ্যমে সার্কভূক্ত দেশসমূহের সাথে যৌথ সহযোগিতা কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

#### ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

ভারতের বহরমপুর থেকে গত ৫ অক্টোবর ২০১৩ সাল হতে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। বাংলাদেশের ভেড়ামারায় এইচভিডিসি গ্রীড উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে বিদ্যমান লাইন দিয়েই আরো ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আগামী জুন ২০১৭ সালের মধ্যে আমদানি করা হবে। এছাড়া ভারতে ত্রিপুরা রাজ্যের পালাটানা থেকে অতিরিক্ত গ্যাসভিত্তিক ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ মার্চ ২০১৬ সালের মধ্যে বাংলাদেশে আমদানি করা হবে। এছাড়াও ভারত থেকে অতিরিক্ত ১,০০০ মেগাওয়াট হাইড্রো পাওয়ার আমদানির বিষয়ে দু'দেশের মধ্যে গ্রীড ইন্টারকানেকশন স্থাপনে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ সমীক্ষা শুরু করেছে।

#### ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে গ্রীড ইন্টারকানেকশন স্থাপনের লক্ষ্যে সমীক্ষার আওতায় ভুটান হতে ভারতের আলীপুর দুয়ার ও বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও হয়ে ভারতের পুর্নিয়া পর্যন্ত আন্তঃদেশীয় গ্রীড লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত লাইন নির্মাণ হলে প্রায় ২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা সম্ভব হবে।

#### নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

গ্রীড ইন্টারকানেকশন এর মাধ্যমে নেপাল হতে প্রায় ২,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সম্প্রতি নেপাল ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এ বিষয়ে সক্রিয় আলোচনা শুরু হয়েছে।

#### বিদ্যুৎখাতে চীনের সাথে সহযোগিতা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি

বিদ্যুৎখাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ২১ শে অক্টোবর ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে বাংলাদেশের বিদ্যুৎখাতে সহযোগিতা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুযোগ প্রসারিত হবে। ফলে উভয় দেশ দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরো উন্নত করতে অবদান রাখতে পারবে। সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সংগঠন, বিতরণ, এনার্জি দক্ষতা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ইত্যাদি বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে।

BIMSTEC এর মাধ্যমে BIMSTEC ভুক্ত দেশসমূহের সাথে বিদ্যুৎখাতের সহযোগিতা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিশেষ করে BIMSTEC Grid স্থাপনে আলোচনায় যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

### তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ

দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণ, তেল ও গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান/আবিষ্কার, উত্তোলন, উন্নয়ন ও মূল্যায়ন করে জ্বালানি মজুদ বৃদ্ধি করা তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ খাতের মূল উদ্দেশ্য। জ্বালানির জন্য প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর একক নির্ভরতা হ্রাস, জ্বালানি-মিশ্র এবং বিকল্প/নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ, দেশের প্রাকৃতিক জ্বালানি মজুদ বৃদ্ধির জন্য অনুসন্ধান/আবিষ্কার কার্যক্রম জোরদার করা, গ্যাস উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ কর্মকান্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধনের পাশাপাশি তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন এবং বিতরণ কাজে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিতকরণ ইত্যাদি এ খাতের প্রধান উদ্দেশ্য।

### প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদ

প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সম্পদ, যা দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা প্রায় ৭৪ ভাগ পূরণ করে। এ যাবৎ দেশের আবিষ্কৃত মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৬টি। সাম্প্রতি পেট্রোবাংলা কর্তৃক সর্বশেষ প্রাক্কলন অনুযায়ী মোট গ্যাস মজুদের (GIIP) পরিমাণ ৩৮.০২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য প্রমাণিত এবং সম্ভাব্য (P1+P2) মজুদের পরিমাণ ২৭.১২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত প্রকৃত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৩.৪৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ফলে জানুয়ারি, ২০১৬ সময়ে উত্তোলনযোগ্য নীট মজুদের পরিমাণ ১৩.৬৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। সারণি ১০.৭ -এ দেশে গ্যাস মজুদের পরিমাণ দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.৭ দেশে গ্যাস মজুদের পরিমাণ

(বিলিয়ন ঘনফুট)

গ্যাস ক্ষেত্র	কুপ সংখ্যা	প্রাথমিক মোট মজুদ (GIIP)	প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য মজুদ	উৎপাদন অর্থবছর ২০১৪-১৫	ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন ডিসেম্বর-২০১৫ পর্যন্ত	অবশিষ্ট জানুয়ারি-২০১৬
তিতাস	২১	৮২৪৮.৯	৬৩৬৭	১৮৮.২৪	৪০৩৪.৬	২৩৩২.৪
হবিগঞ্জ	৭	৩৬৮৪	২৬৩৩	৮১.৬৫	২১৯০.৯৪	৪৪২.০৬
বাখরাবাদ	৬	১৭০১	১২৩১.৫	১৩.৮৭	৭৮৮.৬২	৪৪২.৮৮
নরসিংদী	২	৩৬৯	২৭৬.৮	১০.২১	১৭০.৫৭	১০৬.২৩
মেঘনা	১	১২২.১	৬৯.৯	৩.৭০	৫৬.৯	১৩
সিলেট	২	৩৭০	৩১৮.৯	৩.০৫	২০৮.৩৪	১১০.৫৬
কৈলাশটিলা	৫	৩৬১০	২৭৬০	২৬.৪৬	৬২২.৭৯	২১৩৭.২১
রশিদপুর	৫	৩৬৫০	২৪৩৩	২১.১১	৫৬৪.৮৫	১৮৬৮.১৫
বিয়ানীবাজার	১	২৩০.৭	২০৩	৩.৪৭	৯১.২	১১১.৮
সালদানদী	১	৩৭৯.৯	২৭৯	৪.০১	৮৫.১	১৯৩.৯
ফেঞ্চগঞ্জ	৩	৫৫৩	৩৮১	১৩.৮৫	১৩৮.১৮	২৪২.৮২
শাহবাজপুর	২	৬৭৭	৩৯০	৩.২২	১৮.৯৬	৩৭১.০৪
সেমুতাং	২	৬৫৩.৮	৩১৭.৭	২.০৮	১১.০৭	৩০৬.৬৩
সুন্দলপুর	১	৬২.২	৩৫.১	১.৪৬	৯.৪৩	২৫.৬৭
শ্রীকাইল	২	২৩০	১৬১	১৪.৬১	৩৯.৫	১২১.৫
বেগমগঞ্জ	১	১০০	৭০	০.৫৪	০.৮	৬৯.২
জালালাবাদ	৬	১৪৯১	১১৮৪	৮৭.৮৬	৯৮৪.৮২	১৯৯.১৮
মৌলভীবাজার	৫	১০৫৩	৪২৮	২০.৩২	২৮১.৮৭	১৪৬.১৩
বিবিয়ানা	২৪	৭৪২৭	৫৭৫৪	৩৫৩.৮৭	২২৬৫.০৪	৩৪৮৮.৯৬
বাঞ্ছুরা	৪	১১৯৮	৫২২	৩৮.৫৯	৩২১.৪৮	২০০.৫২
মোট	১০১	৩৫৭১০.৬	২৫৮১৫	৮৯২.১৭	১২৮৮৫.০৬	১২৯২৯.৮
উৎপাদনে যায় নাই:						
কুতুবদিয়া		৬৫.০	৪৫.৫		০.০	৪৫.৫
রূপগঞ্জ		৪৮.০	৩৩.৬		০.০	৩৩.৬
মোট		১১৩.০	৭৯.১			৭৯.১
উৎপাদন স্থগিত:						
সাজু		৮৯৯.৬	৫৭৭.৮		৪৮৭.৯	৮৯.৯
ছাতক		১০৩৯.০	৪৭৪.০		২৬.৫	৪৪৭.৫

গ্যাস ক্ষেত্র	কুপ সংখ্যা	প্রাথমিক মোট মজুদ (GHP)	প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য মজুদ	উৎপাদন অর্ধবছর ২০১৪-১৫	ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন ডিসেম্বর-২০১৫ পর্যন্ত	অবশিষ্ট জানুয়ারি-২০১৬
কামতা		৭১.৮	৫০.৩		২১.১	২৯.২
ফেনী		১৮৫.২	১২৫.০		৬২.৪	৬২.৬
মোট		২১৯৫.৬	১২২৭.১		৫৯৭.৯	৬২৯.২
সর্বমোট	১০১	৩৮০১৯.২০	২৭১২১.১৬	৮৯২.১৭	১৩৪৮২.৯৬	১৩৬৩৮.১৪
টিসিএফ		৩৮.০২	২৭.১২	০.৮৯	১৩.৪৮	১৩.৬৪

উৎসঃ পেট্রোবাংলা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

### প্রাকৃতিক গ্যাসের খাতওয়ারি ব্যবহার

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার কারখানা, বাণিজ্যিক, শিল্প ও গৃহস্থালী খাতে জ্বালানির প্রধান উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস। সারণি ১০.৮ -এ ও লেখচিত্র ১০.৫ -এ খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার উপস্থাপন করা হলোঃ

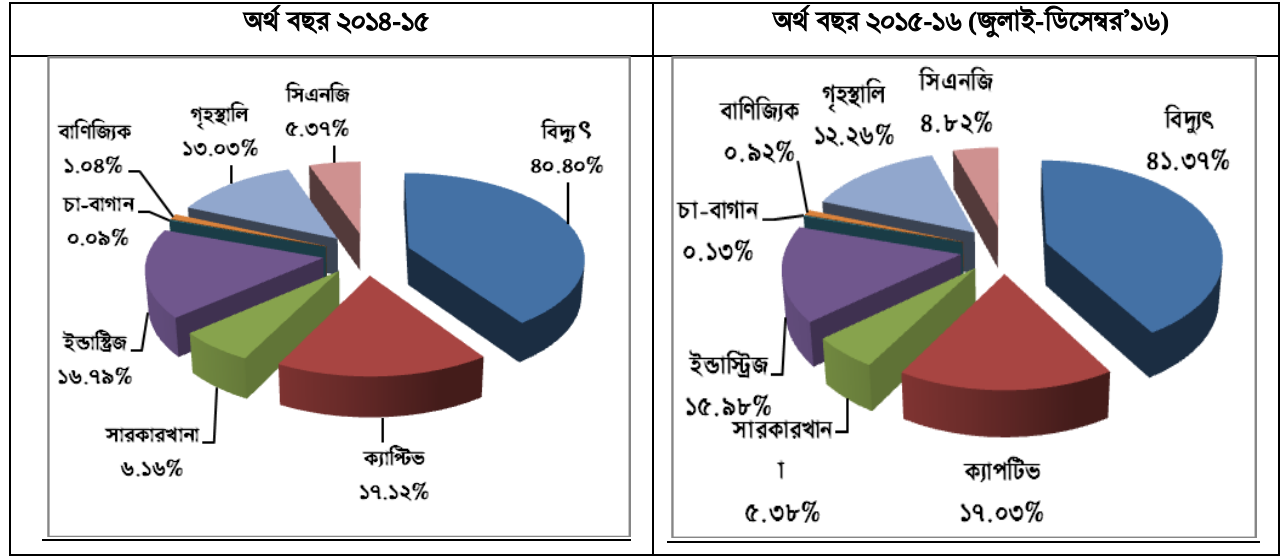
### সারণি ১০.৮ খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার

(বিলিয়ন ঘনফুট)

খাত/বছর	উৎপাদন	বিদ্যুৎ	ক্যাপটিভ	সার	শিল্প	চা-বাগান	ইটখোলা	বাণিজ্যিক	গ্রহস্থালী	সিএনজি	মোট ব্যবহার
১৯৯০-৯১	১৭২.৮	৮২.৬		৫৪.২	১৩.২	০.৭	০	২.৯	১০.৫	০	১৬৪.১
১৯৯১-৯২	১৮৮.৪	৮৮.১		৬১.৬	১৩.৪	০.৭	০.২	২.৯	১১.৬	০	১৭৮.৫
১৯৯২-৯৩	২১০.৯	৯৩.৩		৬৯.২	১৫.২	০.৭	০.২	২.৪	১৩.৫	০	১৯৪.৫
১৯৯৩-৯৪	২২৩.৭	৯৭.৩		৭৪.৫	২০.২৬	০.৭	১.১	২.৮৭	১৫.৪	০	২১২.১৩
১৯৯৪-৯৫	২৪৭.৩	১০৭.৪		৮০.৫	২৪.২৪	০.৬	১.১	২.৮৮	১৮.৮৬	০	২৩৫.৫৮
১৯৯৫-৯৬	৩৬৫.৫	১১০.৯		৯০.৯৮	২৭.৩১	০.৭২	০.৯৯	৩	২০.৭১	০	২৫৪.৬১
১৯৯৬-৯৭	২৬০.৯	১১০.৮২		৭৭.৮৩	২৮.৬২	০.৭১	০.৪৮	৪.৪৯	২২.৮৪	০	২৪৫.৭৯
১৯৯৭-৯৮	২৮২.০	১২৩.৫৫		৮০.০৭	৩২.৩২	০.৭৪	০.৩৯	৪.৬১	২৪.৮৯	০	২৬৬.৫৭
১৯৯৮-৯৯	৩০৭.৪	১৪০.৮২		৮২.৭১	৩৫.৭৯	০.৭১	০.৩৫	৪.৭১	২৭.০২	০	২৯২.১১
১৯৯৯-০০	৩৩২.৩	১৪৭.৬২		৮৩.৩১	৪১.৫২	০.৬৪	০.৩৫	৩.৮৫	২৯.৫৬	০	৩০৬.৮৫
২০০০-০১	৩৭২.১	১৭৫.২৭		৮৮.৪৩	৪৭.৯৯	০.৬৫	০.৪৪	৪.০৬	৩১.৮৫	০	৩৪৮.৬৯
২০০০-০২	৩৯১.৫	১৯০.০৩		৭৮.৭৮	৫৩.৫৬	০.৭২	০.৫৩	৪.২৫	৩৬.৭৪	০	৩৬৪.৬১
২০০২-০৩	৪২১.১	১৯০.৫৪		৯৫.৮৯	৬৩.৭৬	০.৭৪	০.৫২	৪.৫৬	৪৪.৮	০.২৩	৪০১.০৪
২০০৩-০৪	৪৫৪.৫	১৯৯.৪	৩২.০৩	৯২.৮	৪৬.৪৯	০.৮২	০.১২	৪.৮৩	৪৯.২২	১.৯৪	৪২৭.৬৫
২০০৪-০৫	৪৮৬.৭	২১১.০২	৩৭.৮৭	৯৩.৯৭	৫১.৬৮	০.৮	০	৪.৮৫	৫২.৪৯	৩.৬২	৪৫৬.৩
২০০৫-০৬	৫২৬.৭	২২২.৭২	৪৯.০২	৮৮.৫৮	৬৩.৪৪	০.৭৬	০	৫.২৪	৫৭.১৩	৬.৭১	৪৯৩.৬
২০০৬-০৭	৫৬২.২	২২১.১	৯৩.৪৭	৬২.৫১	৭৭.৪৮	০.৭৫	০	৫.৬৬	৬৩.২৫	১১.৯৯	৫৩৬.২১
২০০৭-০৮	৬০০.৮	২৩৪.২৮	৮০.২৩	৭৮.৬৭	৯২.১৯	০.৮	০	৬.৬	৬৯.০২	২২.৮২	৫৮৪.৬১
২০০৮-০৯	৬৫৩.৭	২৫৬.৩১	৯৪.৭	৭৪.৮৫	১০৪.৩৯	০.৬৫	০	৭.৪৬	৭৩.৭৮	৩১.০২	৬৪৩.১৬
২০০৯-১০	৭০৩.৬	২৮৩.১৫	১১২.৬১	৬৪.৭২	১১৮.৮১	০.৮	০	৮.১২	৮২.৬৯	৩৯.৩৩	৭১০.২৩
২০১০-১১	৭০৮.৯	২৭৩.৮	১২১.২	৬২.৮	১২১.৫	০.৮	০	৮.৫	৮৭.৪	৩৮.৫	৭১৪.৫
২০১১-১২	৭৪৩.৫	৩০৪.৩	১২৩.৫৬	৫৮.৩৯	১২৮.৪	০.৭৬	০	৮.৫৫	৮৯.১৫	৩৮.৫৫	৭৫১.৭১
২০১২-১৩	৮০০.৬	৩২৮.৮	১৩৪.১	৬০.০	১৩৫.৭	০.৮	০	৮.৮	৮৯.৭	৩৭.৮	৭৯৫.৭
২০১৩-১৪	৮২০.০	৩৩৭.০	১৪৩.৮	৫৩.৮	১৪১.৯	০.৮	০	৮.৯	১০১.৫	৪০.১	৮২৭.৮
২০১৪-১৫	৮৯২.২	৩৫৪.৮	১৫০.০	৫৩.৮	১৪৭.৭	০.৮	৯.১	১১৮.২	৪২.৯	০.০	৮৭৭.৩
২০১৫-১৬*	৪৮৬.২	২০০.৮	৮১.৬	২৬.১	৭৭.৫	০.৬	৪.৫	৬৯.৭	২৩.৪	০.০	৪৮৪.২

উৎসঃ পেট্রোবাংলা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ। \*ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ১০.৫ প্রাকৃতিক গ্যাসের খাতওয়ারি ব্যবহার



প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা

দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাস চাহিদার কথা বিবেচনা করে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় ডিসেম্বর ২০১৫ শেষে দৈনিক ২,৮০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়াও জরুরি ভিত্তিতে ৫০০ এমএসসিএফডি এলএনজি আমদানি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত পরিকল্পনার সফল সমাপনান্তে দৈনিক গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা ৪,৮০০ মিলিয়ন ঘনফুটে দাঁড়াতে বলে আশা করা যায়। সারণি ১০.৯ -এ খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.৯ খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদার প্রয়োজন

(বিলিয়ন ঘনফুট)

খাতসমূহ	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
বিদ্যুৎ	৫৫৩	৫৮১	৬১৭	৬২২	৬৩৩
ক্যাপিডি পাওয়ার	১৬৪	১৫৯	১৫২	১৪৫	১৪৫
সার	১০৪	১০৪	১০৪	১০৪	১০৪
শিল্প	১৫৬	১৭২	১৮৩	১৯৯	২০৩
বাণিজ্যিক	৯	৯	১০	১০	১০
ইটখোলা	০	০	০	০	০
গৃহস্থালী	১১৫	১২০	১২৭	১৩২	১৩৫
চা বাগান	৩	৩	৩	৩	৩
সিএনজি	৪৩	৪৩	৪৩	৪৩	৪৩
মোট	১১৪৭	১১৯১	১২৩৯	১২৫৮	১২৭৬

উৎসঃ পেট্রোবাংলা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ \*নিজস্ব ব্যবহারসহ।

## খনিজ সম্পদ

বর্তমানে যে সকল খনিজ পদার্থের জন্য খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) কর্তৃক অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করা হয় সেগুলো হলোঃ কয়লা, পিট, খনিজ বালু, ধাতব খনিজ, সাদামাটি, সিলিকাবালু, সাধারণপাথর, বালু মিশ্রিত পাথর, চুনা পাথর ও ক্লে/শেল।

## কয়লা

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় কয়লা উত্তোলনের জন্য বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিঃ এর অনুকূলে ১৯৯৪ সালে খনি ইজারা মঞ্জুর করা হয়, যা পরবর্তীতে বিধি মোতাবেক নবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে বড়পুকুরিয়া কয়লা ক্ষেত্র থেকে কয়লা উত্তোলন অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া ২০০৮ সালে দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার দীঘিপাড়ায় কয়লা অনুসন্ধানের জন্য পেট্রোবাংলার অনুকূলে অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয় এবং পরবর্তীতে উক্ত অনুসন্ধান লাইসেন্স বিধি মোতাবেক নবায়ন করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির অনুসন্ধান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা মোকাবেলা করার জন্য কয়লা উত্তোলন ও কয়লার ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি। ফলে কয়লা ক্ষেত্র দ্রুততম সময়ে উন্নয়ন ও উত্তোলনের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলার অনুকূলে সম্পাদিত অনুসন্ধান লাইসেন্স চুক্তি গত বছর বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড-এর অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়েছে। উক্ত অনুসন্ধান লাইসেন্স বিধি মোতাবেক নবায়ন করা হচ্ছে এবং অনুসন্ধান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

## কঠিন শিলা

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় কঠিন শিলা উত্তোলনের জন্য মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিঃ এর অনুকূলে ১৯৯৪ সালে খনি ইজারা মঞ্জুর করা হয়, যা পরবর্তীতে বিধি মোতাবেক নবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে খনি হতে কঠিন শিলা উত্তোলন অব্যাহত রয়েছে। উত্তোলিত শিলা দেশের আর্থ- সামাজিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

## খনিজবালু

২০১২ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলায় এবং নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলায় খনিজবালু অনুসন্ধানের জন্য প্রিমিয়ার মিনারেলস লিঃ নামক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৩টি অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়, যার মেয়াদ ইতোমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। খনিজবালু অনুসন্ধানের লক্ষ্যে নতুন করে অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুরী এবং অনুসন্ধানকৃত খনিজবালু উত্তোলনের জন্য খনি-ইজারা মঞ্জুরীর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

## পিট

মাদারীপুর জেলার রাউজের ও গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলায় পিট অনুসন্ধানের জন্য পদ্মা মাইনিং এন্ড এনার্জি কর্পোরেশন লিঃ, স্বাধীন বাংলা মাইনস এন্ড ইলেকট্রিসিটি লিঃ এবং রিলায়েন্স মিনারেলস এন্ড পাওয়ার লিঃ এর অনুকূলে ২০১০ সালে ৩টি অনুসন্ধান লাইসেন্স প্রদান করা হয়, যার মেয়াদ ইতোমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। তবে নতুন করে অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুরির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

## চীনা মাটি

দেশের সিরামিক শিল্পের কাঁচামাল সাদামাটি/চীনা মাটি উত্তোলনের জন্য খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো হতে কোয়ারি ইজারা প্রদান করা হয়। বর্তমানে নেত্রকোণা ও ময়মনসিংহ জেলায় মোট ১৪টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এরূপ ইজারা রয়েছে।

## সিলিকাবালু

দেশের নির্মাণ শিল্পের জন্য সাধারণ পাথর/বালুমিশ্রিত পাথর এবং কাঁচ শিল্পের কাঁচামাল সিলিকাবালু কোয়ারি ব্যবস্থাপনা খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর উপর ন্যস্ত। বর্তমানে হবিগঞ্জ এবং মৌলভীবাজার জেলায় ৪৫টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সিলিকাবালু উত্তোলনের কোয়ারি ইজারা প্রদান করা হয়েছে এবং ২৮টি কোয়ারী ইজারা প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

## পেট্রোলিয়াম পণ্য

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) জ্বালানি তেল আমদানি, অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ, মজুদ ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বর্তমানে দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১০.৯১ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকল্পে ইন্টার্ণ রিফাইনারির একটি নতুন ইউনিট স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। নতুন ইউনিটসহ যার উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়াবে প্রায় ৪৫ লক্ষ মেঃ টন। গভীর সমুদ্র হতে শোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল খালাসের জন্য এসপিএম (Single Point Mooring) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সারণি ১০.১০ ও ১০.১১ -এ বিপিসি কর্তৃক ২০০৫-০৬ অর্থবছর হতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত যথাক্রমে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি তথ্য দেয়া হলোঃ

### সারণি ১০.১০ অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি

অর্থবছর	পরিমাণ (মেট্রিক টন)	সিএন্ডএফ মূল্য/মিলিয়ন মাঃ ডলার	কোটি টাকা
২০০৫-০৬	১২,৫৩,২৮৫	৫৭৩.৬৫	৩,৯০১.১৬
২০০৬-০৭	১২,১১,০৩৭	৬০৪.৭৩	৪,১৯৬.৮৫
২০০৭-০৮	১০,৪০,০৮৪	৭৬২.০৮	৫,২৮৮.৮৫
২০০৮-০৯	৮,৬০,৮৭৭	৪৯৪.৪৪	৩,৪৩১.৪০
২০০৯-১০	১১,৩৬,৫৬৭	৬৪৬.২১	৪,৪৯১.৪১
২০১০-১১	১৪,০৯,৩০২	৯৭৮.৮১	৭,০৩৭.০০
২০১১-১২	১০,৮৩,৪৬৭	৯১৯.২৬	৭,০৫৩.৫১
২০১২-১৩	১২,৯২,১০২	১০৬০.৩০	৮,৫৩৬.৭০
২০১৩-১৪	১১,৭৩,৮২৫	৯৬৮.৫৫	৭,৯৫৭.২৯
২০১৪-১৫	১৩,০৩,১৯৪	৭৩৪.০০	৫,৭৩৯.৩৫
২০১৫-১৬*	৪,৯৬,০২৩	১৫৭.৩০	১,২২৯.০৩

উৎসঃ বিপিসি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, \* ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত

### সারণি ১০.১১ পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি

অর্থবছর	জেপি, কেরোসিন, অকটেন ও ডিজেল		লুব্রিকেটিং অয়েল		ফার্নেস অয়েল	
	পরিমাণ (মেঃ টন)	মূল্য (কোটি টাকা)	পরিমাণ (মেঃ টন)	মূল্য (কোটি টাকা)	পরিমাণ (মেঃ টন)	মূল্য (কোটি টাকা)
২০০৫-০৬	২৩৮০৫৮২	৯৩৮২.৭৭	৫১৩৭	৩৫.৫৩	-	-
২০০৬-০৭	২৫৩৬৫৩৫	১০৪৪৩.২০	৪২৭৭	২৫.১৩	-	-
২০০৭-০৮	২২২৭৭৫৩	১৪৩৪৩.০৪	৫০০৬	২৯.৯৪	-	-
২০০৮-০৯	২৫০৭৮১৯	১০৯৪৫.২৪	৪৮২৮	২৩.৬৩	২৯৯৫৯	৬০.৩৮
২০০৯-১০	২৬৩৪২১২	১২০২৪.১৮	৭২৬২	৫২.০৩		
২০১০-১১	২৪৮৮৪৫৬	২১৪০৩.৬৯	৪৭৪৯	৪৩.৭৫	২৩০৫২৪	১১২৩.১৭
২০১১-১২	৩৪০৯৯৩৫	২৭১১১.২৪	৪৯৮০	৫৩.১১	৬৮০৯৮২	৩৮১৯.০৭
২০১২-১৩	২৮২৭১৬০	২১৯৪৯.১০	৪৮৫৩	৩৮.৫৬	৮০৩৬০৩	৪৩৬৭.২৬
২০১৩-১৪	৩১৫৮৩৪৩	২৩৪৮৫.৫৬	-	-	১০১৬১০১	৫১৪৪.৬৮
২০১৪-১৫	৩৪০৩৮৯০	১৮৫৬৯.৬২	-	-	৬৯১৭০৫	২৭১৪.৩০
২০১৫-১৬*	২০৭৪৫১৬	৭৩৫১.৯৯	-	-	২১৯৬৬৩	৪২৭.৭৮

উৎসঃ বিপিসি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, \* ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত

## জ্বালানি তেল বাবদ ভর্তুকি

বাংলাদেশের পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রতি বছরই অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করে থাকে। অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেলের আন্তর্জাতিক সংগ্রহ মূল্য উঠানামা করে থাকে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে তেলের মূল্যসহ শুল্কহার পুনঃনির্ধারিত না হওয়ায় বিপিসি ক্রমাগত লোকসানের সম্মুখীন হয়। ফলে জ্বালানি তেল আমদানি বাবদ সরকারকে উল্লেখযোগ্য অংক ভর্তুকি দিতে হচ্ছে।

## সারণি ১০.১২ : সরকার কর্তৃক বিপিসি-কে প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমাণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	সরকারি ভর্তুকির পরিমাণ
২০০৮-০৯	১৫০০
২০০৯-১০	৯০০
২০১০-১১	৪০০০
২০১১-১২	৮৫৫০
২০১২-১৩	১৩৫৫৮
২০১৩-১৪	২৪৭৮
২০১৪-১৫	৬০০.০০
২০১৫-১৬	-

উৎসঃ বিপিসি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, \* সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী।

## খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও মূল্যায়ন

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি), বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশে তেল ও গ্যাস ব্যতীত খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, আবিষ্কার, মূল্যায়ন ও ভূতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান। দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের কাজ জোরদার করার লক্ষ্যে জিএসবি বিভিন্ন সময়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। অতীত এবং চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় অধিদপ্তরে বিদেশি প্রশিক্ষণসহ দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হয়েছে এবং গবেষণা কাজের পর্যাপ্ত সুবিধাদিসহ অনুজীবাস্থ, শিলাবিদ্যা ও খনিজবিদ্যা, বৈশ্লেষিক রসায়ন, প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক, ভূ-পদার্থিক, দূরঅনুধাবন ও জিআইএস, পলল ও কাদা-মণিক বিষয়ক গবেষণাগারসমূহের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগৃহীত হয়েছে। ফলে দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়া কঠিন শিলাসহ জামালগঞ্জ-কুচমায়, দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়া ও দিঘীপাড়ায় এবং রংপুর জেলার খালাসপীরে উন্নতমানের কম সালফারযুক্ত গন্ডোয়ানা কয়লা আবিষ্কৃত হয়েছে।

এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে পিট কয়লা, কাঁচবালি, সাদামাটি, নির্মাণ বালি, নুড়িপাথর, চুনাপাথর, ভারি খনিজসহ অন্যান্য খনিজসমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে জিএসবি'র সাফল্যের মধ্যে দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলার আলীহাট ইউনিয়নের চাকুপাড়া-মাসিদপুরে চুনাপাথর ও চুম্বক ধর্মীয় লোহার আকরিকের উপস্থিতি নিশ্চিত করা, চলনবিল এলাকায় জীবাস্থ এর সন্ধান পাওয়া, যমুনা নদীর চর এলাকায় ভারী খনিজের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বর্হিঃসমুদ্র সীমানা নির্ধারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বাংলাদেশের দাবীর পক্ষে ভূতাত্ত্বিক ও ভূপ্রাকৃতিক তথ্য/ উপাত্ত ও প্রমাণাদি সরবরাহ এবং ব্যাখ্যার মাধ্যমে অবদান রেখেছে। সারণি ১০.১৩ -এ বাংলাদেশে আবিষ্কৃত খনিজসম্পদ এবং পরিমাণ (সম্ভাব্য) দেখানো হলোঃ

## সারণি ১০.১৩ বাংলাদেশে আবিষ্কৃত খনিজসম্পদ এবং পরিমাণ (সম্ভাব্য)

খনিজের নাম	ক্ষেত্রের সংখ্যা	পরিমাণ (সম্ভাব্য) মিঃ টন
কয়লা	৪	১৬৭১ (৩১৫০০)
পিট	৬	২০০
চুনা পাথর	৩ +	১২৯
সাদা মাটি	৩	৪০
কাঁচবালি	৫	১১৬
কঠিন শিলা	১ +	১১৫ +
ভারী খনিজ	-	-

উৎসঃ বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)।

## কারিগরি সহায়ক শক্তি

হাইড্রোকার্বন ইউনিট তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ খাতের উন্নয়ন ও এ সম্পর্কিত বিষয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করে থাকে। বিশেষ করে জাতীয় জ্বালানি নীতি হালনাগাদ ও যুগোপযোগীকরণ, খসড়া কয়লানীতি চূড়ান্তকরণ, গ্যাস চাহিদা, গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন, গ্যাস সেক্টরের ভবিষ্যত পরিকল্পনা, পিএসসি'র জেআরসি/জেএমসি'র সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ, উৎপাদন বণ্টন, বিভিন্ন চুক্তির তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ, পেট্রোলিয়াম শোধন এবং বিপণন ব্যবস্থাপনা, খনি এবং খনিজ সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নে হাইড্রোকার্বন ইউনিট সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদান করে আসছে।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক Mini Data Bank-এ গ্যাস মজুদ, অনাবিষ্কৃত গ্যাস সম্পদ, গ্যাস উৎপাদন এবং গ্যাসের খাতওয়ারি ব্যবহার সংক্রান্ত ডাটা সংরক্ষণের পাশাপাশি ডাটাবেজ থেকে “Gas Reserve and Production” শীর্ষক মাসিক প্রতিবেদন এবং “Gas Production and Consumption” শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হচ্ছে। তাছাড়া, হাইড্রোকার্বন ইউনিট জ্বালানি খাতের বিভিন্ন বিষয়ে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগী সংস্থায় মতামত প্রদান এবং মন্ত্রণালয়ের Think Tank হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

## বিস্ফোরক নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা

বিস্ফোরক পরিদপ্তর বিস্ফোরক ও পেট্রোলিয়াম অ্যাক্টের আওতায় বিস্ফোরক, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, গ্যাস ইত্যাদি বিভিন্ন বিপজ্জনক পদার্থের আমদানি, মজুদ, পরিবহন, হ্যান্ডলিং ইত্যাদি বিষয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্থাপনা/প্রাঙ্গণ/মজুদাগার পরিদর্শনপূর্বক লাইসেন্স/অনাপত্তি প্রদান এবং পরীক্ষাগারে বোমাজাতীয় আলামত পরীক্ষণপূর্বক বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদান করে থাকে।

গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার, সিসমিক সার্ভ সম্পন্নকরণের জন্য জাতীয় গ্যাস কোম্পানি মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্প, বড় পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি ও আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলির বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প দ্রুত সমাপ্তির লক্ষ্যে ২৭৮ মেট্রিক টন বিস্ফোরক (পাওয়ার জেল), ৩,১৮,৪৪৬ পিস ডেটোনেটর, ২৫.৫৫ মেট্রিক টন ইমালশন, ১৩৫০ পিস শেপ চার্জ, ১০০ কেজি মেইন চার্জ, ৫,৫২০ কেজি ডিলে ইলে ডেটোনেটর, ৫০০ পিস ফায়ার ওয়ার্কস, ৯০ মেট্রিক টন ওয়াটার রেজিস্ট্যান্স প্যাকেজড বিস্ফোরক, ৩,২০,০০০ মিটার ডেটোনেটিং ফিউজ, ১,৪০,৬০০ মিটার ডেটোনেটিং কর্ড, ১৫ মেট্রিক টন ইমুলেক্স আমদানির অনুমতি/লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্যাস নির্ভর পাওয়ার প্লান্টের পরিবর্তে ডিজেল/ফার্নেস অয়েল চালিত কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্লান্ট দ্রুততার সাথে সমাপ্তি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পেট্রোলিয়াম মজুদের জন্য ৩৪৮টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। পেট্রোলিয়াম অয়েল ট্যাংকার এবং জাহাজ স্ক্যাপিং এর পূর্বে ৫,৭৫৩টি পেট্রোলিয়াম ট্যাংক পরীক্ষণপূর্বক পেট্রোলিয়াম গ্যাস মুক্ত সনদ প্রদান করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর নির্ভরতা কমিয়ে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে এলপিগিজ ব্যবহারকে উৎসাহিত হচ্ছে বিধায় বিভিন্ন কোম্পানির অনুকূলে মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের অধীন ১০,২৪,৫৯৩টি এলপিগিজ সিলিন্ডার আমদানির অনুমতি এবং এলপিগিজ সিলিন্ডার মজুদের জন্য ৫০টি লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে। সরকারের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রমের আওতায় গ্যাস সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্মিত সকল উচ্চচাপ গ্যাস পাইপ লাইনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য ২৬টি পাইপ লাইনের অনুমোদন ও ৩১টি গ্যাস পাইপ লাইনের নিশ্চিদ্রতা যাচাই পরীক্ষান্তে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত পণ্যের অননুমোদিতভাবে পরিচালিত ব্যবসা লাইসেন্সের আওতায় আনার ফলে বিপুল পরিমাণ সরকারি রাজস্ব আদায় সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া, ২০১০ সাল থেকে পেট্রোলিয়াম আইটেমসমূহের বিভিন্ন লাইসেন্সের ফি বৃদ্ধি পাওয়ায় এ দপ্তরের রাজস্ব আয় বহুাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিকন্তু, বিস্ফোরক পরিদপ্তরে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত রাজস্ব আদায় হয়েছে ৫.২৫ কোটি টাকা ও ব্যয় হয়েছে ৮২.২০ লক্ষ টাকা।

## জ্বালানি খাতে রেগুলেটরি কার্যক্রম

এনার্জি খাতের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং জ্বালানি সঞ্চালন, পরিবহন ও বাজারজাতকরণে বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টি এবং এখাতে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা, ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন, ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

### ট্যারিফ নির্ধারণ

কমিশন বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা/কোম্পানির পাইকারি (বান্ধ) মূল্যহার, সঞ্চালন কোম্পানির সঞ্চালন মূল্যহার (হাইলিং চার্জ) এবং বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানির খুচরা মূল্যহার নির্ধারণ করে। এছাড়া কমিশন গ্যাস সঞ্চালন কোম্পানি এর সঞ্চালন মূল্যহার (মার্জিন), বিতরণ কোম্পানি এর বিতরণ মূল্যহার (মার্জিন) এবং ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণ করে। বিইআরসি আইন, ২০০৩ অনুযায়ী কমিশন ভোক্তা পর্যায়ে পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের মূল্য নির্ধারণের কাজ শুরু করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট রেগুলেশন প্রণয়ন করছে। কমিশন ভোক্তা, লাইসেন্সী ও সকল স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে গণশুনানির মাধ্যমে মূল্যহার নির্ধারণ করে। বিগত তিন বছরের প্রকৃত ব্যয় বিশ্লেষণ ও আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা করে ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়। সংস্থা/কোম্পানিসমূহের আর্থিক সক্ষমতা, ভোক্তার স্বার্থ, সরকার তথা জনগণের ভর্তুকি প্রদানের ক্ষমতা, জ্বালানি সেক্টরে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এবং সর্বোপরি এ সেক্টরে আর্থিক শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে কমিশন মূল্যহার সমন্বয় করে আসছে।

### নিম্নবিত্ত আবাসিক গ্রাহকদের জন্য লাইফ-লাইন মূল্যহার প্রবর্তন

কমিশন সকল শ্রেণির ভোক্তার স্বার্থ এবং গরীব ও নিম্নবিত্তের ওপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি না হওয়ার বিষয় বিবেচনায় নিয়ে আবাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী গরীব ও নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীর জন্য লাইফ-লাইন বিদ্যুৎ ব্যবহার ১-৫০ ইউনিট পর্যন্ত নির্ধারণ করেছে। সর্বশেষ ঘোষিত ট্যারিফে এ গ্রাহকদের মূল্যহার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। কমিশনের এ পদক্ষেপের ফলে গরীব ও নিম্নবিত্ত আবাসিক গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিল অপরিবর্তিত রয়েছে।

### বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাস

বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাসের জন্য কমিশন নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেম লস ছিল ১৪.৩৩ শতাংশ। কমিশনের বিভিন্ন রেগুলেটরী পদক্ষেপের ফলে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে উক্ত সিস্টেম লস ১১.৩৭ শতাংশ এ হ্রাস পায় যা বর্তমানে ১০.৪৮ শতাংশ (ডিসেম্বর ২০১৫)। এর ফলে বিদ্যুৎ বিতরণ খাতে বিদ্যুৎ সাশ্রয়সহ বিপুল অর্থের সাশ্রয় হয়েছে।

### গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন

২০০৯ সালের ৩০ জুলাই জারীকৃত কমিশন আদেশের মাধ্যমে তেল ও গ্যাস উত্তোলন ও উৎপাদনের জন্য দেশীয় কোম্পানিসমূহের অনুকূলে অর্থায়নের জন্য অর্থসংস্থান করা এবং জরুরি প্রয়োজনে কুপ খনন করার জন্য গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন করা হয়। উক্ত ফান্ডে জুন ২০১৫ পর্যন্ত সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ৪,৬৫২.৭০ কোটি টাকা। এই তহবিল থেকে ২০১০-১১ হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৩,৯৭৭.৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৪টি প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়। ইতোমধ্যে প্রায় ১,৩৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এতে করে প্রায় ৭৬ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যোগ হয়েছে। এছাড়া প্রায় ২,৪৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৭ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। আশা করা যায় এ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যোগ হবে।

### বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড গঠন

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পাইকারি (বান্ধ) পর্যায়ে বিদ্যুৎ এর বিদ্যমান গড় মূল্যহারের ৫.১৭ শতাংশ পরিমাণ অর্থ দ্বারা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ তারিখে কার্যকর করে ‘বিদ্যুৎ

রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড' গঠন করেছে। উক্ত ফান্ডে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১,০৩৪.৩৫ কোটি টাকা এবং ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ৩,৮৬৪.০৩ কোটি টাকা। এ ফান্ডের অর্থায়নে বিউবো কর্তৃক বিবিয়ানায় ৪০০ মেগাওয়াট ( $\pm 10\%$ ) ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস ভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ২,৫০৮.৪৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে এবং উক্ত ফান্ড থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২০৮.০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পটি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সম্পন্ন হবে।

### জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল গঠন

গ্যাসের বর্তমান মজুদ দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় দেশের ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তা বিধানকল্পে গ্যাসের সম্পদ মূল্য বিবেচনায় গ্যাসের বর্ধিত মূল্যহার হতে ঘনমিটার প্রতি ১.০১ টাকা পরিমাণ অর্থ দ্বারা ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখ থেকে কার্যকর করে কমিশন আদেশের মাধ্যমে ভোক্তা স্বার্থে 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল' গঠন করা হয়েছে। এ তহবিলে বছরে প্রায় ২,৬০০ কোটি টাকার সংস্থান হবে, যা তহবিলের রূপরেখা ও বিনিয়োগ নির্দেশাবলী অনুযায়ী জ্বালানি খাতের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যবহৃত হবে। উল্লেখ্য, ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখ থেকে কমিশন কর্তৃক ঘনমিটারপ্রতি গ্যাসের মূল্যহার ভারিত গড়ে ২৬.২৯ শতাংশ বা ১.৩৬ টাকা বৃদ্ধি করা হয়।

### বিদ্যুতের বাস্ক (পাইকারি) মূল্যহারে ক্রস-সাবসিডাইজেশন

কমিশন রেগুলেটরী সহায়তার মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি/পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমূহের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পল্লী এলাকায় অবস্থিত বিতরণ কোম্পানি এবং পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমূহের অনগ্রসর ভৌগলিক অবস্থান, অধিক বিনিয়োগ ব্যয়, অসম গ্রাহক মিশ্রণ অর্থাৎ আবাসিক ও সেচ গ্রাহকের আধিক্য, গ্রাহকপ্রতি নিম্ন বিদ্যুৎ ব্যবহার, ইত্যাদি বিবেচনায় কমিশন পল্লী এলাকায় অবস্থিত বিতরণ কোম্পানি এবং পবিসসমূহের বাস্ক মূল্যহার শহর এলাকায় অবস্থিত বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের বাস্ক মূল্যহারের তুলনায় কম ধার্য করে আসছে। তদুপরি কমিশন কর্তৃক প্রণীত পদ্ধতি মোতাবেক সচ্ছল পবিসসমূহের লাভের একটি নির্দিষ্ট অংশ অসচ্ছল পবিসসমূহের মধ্যে বণ্টনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এর ক্রস-সাবসিডি তহবিলে জমা দেয়ার বিধান করা হয়েছে। ২০০৮-২০০৯ থেকে এ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ৩০ জুলাই, ২০১৪ এ সংশোধিত পদ্ধতি মোতাবেক সচ্ছল পবিসসমূহের ০-১০ কোটি টাকা পর্যন্ত বাৎসরিক নীট মার্জিনের ওপর ০ শতাংশ, পরবর্তী ৪০ কোটি টাকার ওপর ৮০ শতাংশ, পরবর্তী ৫০ কোটি টাকার ওপর ৮২.৫০ শতাংশ এবং অবশিষ্ট অর্থের ওপর ৮৫ শতাংশ হারে উক্ত ক্রস-সাবসিডি তহবিলে জমা দেয়া হচ্ছে। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছর থেকে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত উক্ত তহবিলে সচ্ছল পবিসসমূহের নিকট থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ২,৮৫৩.৫৭ কোটি টাকা, যার মধ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ যথাক্রমে ৮৪১.১৭ ও ৩১২.০০ কোটি টাকা। উক্ত অর্থ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি মোতাবেক বাপবিবো কর্তৃক ৪৬ (ছিচল্লিশ) টি অসচ্ছল সমিতির মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে।

### লাইসেন্স প্রদান

কমিশন ২০১৫ হতে ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত এনার্জি সেক্টরে বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য লাইসেন্স প্রদান করেছে। তার মধ্যে বিদ্যুৎ সেক্টরে ১৬৬ টি, গ্যাস সেক্টরে ৬০ টি এবং পেট্রোলিয়াম সেক্টরে ১৭০ টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে এনার্জি সেক্টরে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে, পাশাপাশি কমিশন লাইসেন্স ফিস বাবদ অর্জিত অর্থ দিয়ে চলার সক্ষমতা অর্জন করেছে এবং দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

### সালিসী কার্যক্রম

প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় বিনিয়োগকারী ও ভোক্তাদের কাংক্ষিত বিচার পাওয়া সময়সাপেক্ষ ও জটিল বিধায় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) আইন, ২০০৩ এ লাইসেন্সীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সী ও ভোক্তার মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তির দায়িত্ব বিইআরসিকে প্রদান করা হয়েছে। মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ৭৭৭/২০১০ নং রীট মামলায় এই মর্মে নির্দেশনা প্রদান করে যে, বিইআরসি আইন, ২০০৩ অনুযায়ী লাইসেন্সীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সী ও ভোক্তাগণের মধ্যে কোন বিবাদ হলে তা

নিষ্পত্তির উপযুক্ত ফোরাম হচ্ছে বিইআরসি এবং বিবাদমান পক্ষগণকে কমিশনের কাছেই বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করতে হবে। ইতোমধ্যে উচ্চতর আদালত ও নিম্ন আদালতের (জেলা জজ) নির্দেশনায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিবাদ কমিশনের কাছে নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। কমিশন বিইআরসি আইন, ২০০৩ ও Bangladesh Energy Regulatory Commission Dispute Settlement Regulations, 2014 অনুসরণ করে লাইসেন্সীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সী ও ভোক্তাগণের মধ্যে বেশ কিছু বিবাদ নিষ্পত্তি করে আদেশ/রোয়েদাদ প্রদান করেছে।

#### **কস্ট অব সার্ভিস ও রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট নিরূপণের ফরম্যাট প্রণয়ন**

টারিফ নির্ধারণের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও আরো নিখুতভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতের জন্য কস্ট অব সার্ভিস ও রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট এর ফরম্যাট প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

#### **স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন**

এনার্জি সেক্টরে নিয়োজিত সকল বিতরণ কোম্পানি ও সংস্থাকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক একই ফরমেটে হিসাব বিবরণী তৈরীর জন্য Uniform System of Accounts প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতের সকল ইউটিলিটির জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি এর কার্যক্রম ইউটিলিটি কর্তৃক বাস্তবায়নধীন পর্যায়ে রয়েছে। এতে এ সেক্টরের আর্থিক ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।

#### **ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ**

এনার্জি সেক্টরে ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কমিশন নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে। কমিশন কর্তৃক নিয়মিত আউটরিচ প্রোগ্রাম, উন্মুক্ত সভা ও গণশুনানীর মাধ্যমে স্বচ্ছ ও যৌক্তিক টারিফ নির্ধারণ, গ্রাহক হয়রানি রোধ, ভৌতিক বিল প্রতিরোধ, প্রি-পেইড মিটার স্থাপন, মোবাইল বিলিং পদ্ধতি, অনলাইন গ্রাহক সেবা, বার্ষিক বিল পরিশোধ প্রত্যয়নপত্র চালুসহ নানাধরনের রেগুলেটরী কার্যক্রমের ফলে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

#### **এনার্জি ইফিসিয়েন্সি কার্যক্রম**

দেশে চলমান বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, এনার্জি ইফিসিয়েন্ট যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ব্যবহার, সিম্পল সাইকেল প্লান্টকে কম্বাইন্ড সাইকেল প্লান্টে রূপান্তরকরণ, ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক এনার্জি ইফিসিয়েন্সি বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এসব উদ্যোগের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে বিপুল পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় হবে। এছাড়াও কো-জেনারেশন এবং এনার্জি অডিটের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

#### **এনার্জি অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম**

এনার্জি অডিটের মাধ্যমে জ্বালানি ব্যবহারের সঠিক চিত্র সংগ্রহ, অপচয় রোধ এবং যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির মান নিরূপণ করার জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং দক্ষ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জ্বালানি তথা গ্যাস ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব বলে কমিশন মনে করে। এ লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক এনার্জি অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।